## ★ নেতৃত্বের সংজ্ঞা (Deffinition of Leadership)

নেতৃত্ব বলতে বোঝায় এক ধরনের জৈব মানসিক প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা, যা একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। একটা দল বা গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে পারে, এককথায় নেতৃত্ব দান যে করে তাকে নেতা বলা হয়।

সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়— Leadership is a process where by an individuals to achieve a common goal.

## 4.2 Qualities of good leader in Physical Education. (শারীরশিক্ষায় ভালো নেতৃত্বের গুণাবলী)।

বিদ্যালয় অথবা মহাবিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুযোগ্য নেতৃত্বদানের ক্ষমতার বিকাশ লাভ ঘটে। নেতৃত্বদানের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী বিশেষ দক্ষ তাকে সেই কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়। যেমন, কোন প্রতিযোগিতায় দলকে পরিচানার জন্য কিংবা দলের অনুশীলন ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর ওপর দেওয়া হয়।



Scanned with CamScanner

শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো নেতা বা নেত্রী হতে হলে তাঁর কতকগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন। নেতৃত্ব ঐ সকল গুণের আচরণ মাত্র। নেতৃত্ব নেতার অনুশীলন দ্বারা অর্জিত আচরণ নয়। নেতার কতকগুলি গুণ নিম্নে আলোচিত হল—

① **জ্ঞানের উপস্থিতি:** শারীরশিক্ষার নেতাকে খেলাধূলা, চিত্ত বিনোদন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে হবে। শারীরশিক্ষা বিষয়ে যদি তার যথাযথ গভীর জ্ঞান না থাকে তাহলে তিনি শিক্ষাকর্ম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। শিক্ষার্থীগণকে তিনি আকৃষ্ট করতে পারবে না। শিক্ষার্থীরা নেতার আদেশ স্বাভাবিকভাবে মান্য করে চলবে (জ্ঞানের উপস্থিতিতে)।

② **দক্ষতা:** নেতার শারীরশিক্ষার উপর শুধমাত্র জ্ঞান থাকলে চলবে না, অনুশীলনমূলক ব্যাপারগুলিতে তার যথার্থ দক্ষতা ও কুশলতা থাকতে হবে।

③ **সহানুভূতিশীলতা:** শারীরশিক্ষার নেতাকে হতে হবে সুবিবেচক, সহানুভূতিশীল, শ্রমশীল ও ধৈর্য্যবান। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে বিদ্যালয়তনের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার বিচার বিশ্লেষণ করে অত্যন্ত সহানুভূতিশীলতার সঙ্গে অধ্যাবসায় প্রচেষ্টার দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্রত করার মত যোগ্যতা তাঁর থাকতে হবে।

④ **সুপরিচালক:** নেতাকে হতে হবে একজন সুপরিচালক ও সুসংগঠক। পরিচালন ও সংগঠন ব্যবস্থা সুষ্ঠু হলে শারীরশিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। লক্ষ্য ভ্রষ্ট শিক্ষায় শিক্ষার্থী অনীহা দেখায় ও নেতাকে অনুসরণ করতে চায় না।

⑤ **ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন:** নেতাকে হতে হবে আকর্ষণীয় ব্যক্তি সম্পন্ন। ব্যক্তিত্ব শিক্ষার্থীদের সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে। নেতাকে অবশ্যই দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

⑥ **চরিত্রবান:** চরিত্রবান হওয়া নেতার অন্যতম যোগ্যতা। চারিত্রিক গুণগুলি এমনভাবে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন যা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে। কোন কিছুতে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তার একান্ত দরকার। নেতার উদ্ভাবনী শক্তি, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা থাকা প্রয়োজন। নেতাকে অবশ্যই উপযুক্ত মতামতের ওপর শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

⑦ **বন্ধুসুলভ আচরণ:** ভালো নেতা হলে প্রভুত্বের লোভ ত্যাগ করে বন্ধুসুলভ আচরণ স্বাভাবিকভাবে অভ্যাস করতে হবে। অন্যথায় অনুগামী তাকে পরিহার করবে। অনুগামীদের নেতৃত্বের শিক্ষায় নিষ্ঠাবান করে তোলাও নেতার অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

⑧ **মানসিকতা:** নেতাকে অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সেগুলির উপর যুক্তিযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। তার মধ্যে থাকবে মানসিক গুণাবলী। যেমন— নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্বসুলভ আচরণ প্রভৃতি।

⑨ **প্রাক্ষোভিক বোধ:** নেতার ক্রোধ, ভয়, লোভ, লালসা, ঘৃণা, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রাক্ষোভিক আচার-আচরণ সংহত করার ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

⑩ **নিঃস্বার্থতা:** ভালো নেতাকে শারীরশিক্ষায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বহু স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। তার কথাবার্তা, চালচলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাচনভঙ্গি ও দৃষ্টি মধু হতে হবে। স্নেহ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দিতে হবে।

বর্তমানে বিদ্যালয় লোক, মহাবিদ্যালয় হোক শারীরশিক্ষায় উপযুক্ত নেতা পাওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার। শারীরশিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া খুব একটা কষ্টকর না হলেও ভালো নেতা সচরাচর চোখে পড়ে না। নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়ার সাথে সাথেই তাঁর মধ্যে দেখা যায়

Scanned with CamScanner